ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৪৭
আগরতলা,০৩ নভেম্বর,২০১৮

বাজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজ্যে বিধিনিষেধ জারি

রাজ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ মেনে এবং পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬-এর ৫ নং ধারায় প্রাপ্ত ক্ষমতা অনুযায়ী রাজ্য সরকার বাজি ও অন্যান্য আতশবাজি ব্যবহারের উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আসন্ন দিপাবলী উপলক্ষে বায়ু ও শব্দ দূষণ কমানোর লক্ষ্যেই এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। বড়দিন, নববর্ষ ও অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের ক্ষেত্রেও এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বিধিনিষেধগুলি জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রথমত ত্রিপুরা রাজ্যে কম ধোঁয়াযুক্ত (উন্নত বাজি) এবং সবুজ বাজি তৈরি ও বিক্রয় করা যাবে। এগুলি ছাড়া বাকি সমস্ত ধরনের বাজি (৯০ ডেসিবল এর বেশি শব্দ সম্পন্ন) তৈরি, বিক্রি ও পোড়ানো যাবেনা। একমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরাই বাজি বিক্রি করতে পারবেন। বাজি পোড়ানোর সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দীপাবলির সময় বাজি পোড়ানোর সময়সীমা হবে রাত ৮টা থেকে রাত ১০টা। বড়দিন ও নববর্ষের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা হবে রাত ১১.৫৫ মিনিট থেকে রাত ১২.৩০ মিনিট। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দীপাবলির সাতদিন আগে থেকে এবং দীপাবলির সাতদিন পর পর্যন্ত সব মিলিয়ে চৌদ্দদিন শহরগুলিতে এ ব্যাপারে নজরদারি রাখবে। দীপাবলি বা অন্য কোন উৎসবের সময় সবাই মিলে নির্দিষ্ট স্থানে সামাজিক বাজি পোড়ানোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা খতিয়ে দেখার জন্য জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় স্ব-শাসিত সংস্থাগুলিকে বলা হয়েছে। তবে এরকম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা দীপাবলি বা সংশ্লিষ্ট উৎসবের এক সপ্তাহ আগে তা করতে হবে যাতে বাজি পোড়ানোর স্থান সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যায়। উপরোক্ত বিধিনিষেধ সঠিকভাবে বলবৎ করার দায়িত্বে থাকবে পুলিশ। এ সম্বন্ধীয় কোন আইন লঙ্ঘন করা হলে সংশ্লিষ্ট স্টেশন হাউস অফিসার / থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার দায়ী থাকবেন।

উল্লিখিত বিধিনিষেধ সম্পর্কে জনসচেতনতা অভিযান চালানোর দায়িত্বে থাকবে বিদ্যালয় শিক্ষা/উচ্চশিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। যেসব আধিকারিক যার যার এলাকায় এই বিজ্ঞপ্তি বাস্তবায়ন করবেন তারা হলেন জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা, পুলিশ সুপার, এস ডি পি ও/ সাব-ইন্সপেক্টর/ স্টেশন হাউস অফিসার/ অফিসার-ইন-চার্জ, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব ও আধিকারিক/ জুনিয়র সায়েন্টিস্ট, আগরতলা পুর নিগমের মিউনিসিপাল কমিশনার বা তার নিযুক্ত কোন আধিকারিক, ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সি ই ও/আধিকারিক, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা / আধিকারিক, খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের অধিকর্তা এবং ইন্সপেক্টর স্তরের আধিকারিক, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা/ আধিকারিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা/ আধিকারিক, কমিশনার অব ট্যাক্সেস এন্ড এক্সাইজ, লেবার কমিশনার/ আধিকারিক, মহকুমা শাসক, পুর পরিষদের সি ই ও, নগর পঞ্চায়েতে কার্যনির্বাহী আধিকারিকগণ। এই বিধিনিষেধ তাৎক্ষনিকভাবে কার্যকর হবে।

*****